খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

25, *ফার্ন রোড, কলকাতা* - 700 019, *ফোন ঃ* 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

সভাপতি ঃ তুষারকান্তি তালুকদার '৫৬ সম্পাদক ঃ রজত ঘোষ '৮৫

RNI No. WBBEN/2010/32438

Regd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013

● Vol. 3 ● Issue: 5 ● 15 May, 2012 ● Price Rs. 2/-

শতবর্ষে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন

গত ৬মে ১২ রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে আসন্ন শতবর্ষে কী কী আয়োজন উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে এবং কীভাবে তা সম্পাদিত হবে তা নিয়ে একটি সভা আহূত হয়।

সভায় সভাপতি তুষারকান্তি তালুকদার ('৫৬) স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন সমিতির সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রকল্পের কথা জানান।

১। কমার্স ব্লকটিতে একটি তলা সংযোজন এবং ব্লকটি 'প্রাক্তনী ভবন' নামে নামাঙ্কিতকরণ।

২। বর্তমান প্রেক্ষাগৃহটির আধুনিকীকরণ বা উন্নতিসাধন।

৩। মাঠ সহ যথা স্থানে সবুজায়ন।

৪। শতবর্ষে স্মারক তথ্যচিত্র নির্মাণ।

৫। স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ।

৬। *www.jagadbandhualumni.com* ওয়েব সাইটটির উন্নতিসাধন।

সহ সভাপতি শিবশঙ্কর মুখার্জি ('৬৪), এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে করতে অন্তত এক কোটি টাকার প্রয়োজনের কথা বলেন যা শুধুমাত্র প্রাক্তনীদের দানেই গড়ে ওঠা সম্ভব।

প্রকল্প রূপায়ণে প্রাক্তনীদের সক্রিয় সহযোগিতার কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করেন। অন্যান্য সরকারি সাহায্যের বিষয়ে একমাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষই কথা বলবেন কারণ সে সবই তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত এবং শতবর্ষকে ঘিরে মুখ্য ভাবনা-চিন্তার দায়িত্বও স্কুলের। স্বপন রায় চৌধুরি ('৫৩) শতবর্ষের খেলাধূলার বিষয়টি উত্থাপন করেন। শতবর্ষ স্মারক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা বলেন। কল্যাণ রায় ('৬৬), কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শতবার্ষিকী পুরস্কার চালু করার প্রস্তাব করেন। তহবিল গঠনে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। যাঁরা সেদিন টাকা সংগ্রহের অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বপন রায় চৌধুরি ('৫৩), কল্যাণ রায় ('৬৬), দেবদীপ দে ('৮৫), বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ('৬২), অমিত লস্কর ('৬৬), সুবীর পাল ('৮৪), দেবপ্রসন্ন সিংহ ('৬৭), আশিস মুখোপাধ্যায় ('৬৪), সুব্রত সেন ('৮০), তুষার তালুকদার ('৫৬), শিবদাস গণ ('৫৬), সমীরেন্দু দত্ত ('৫৪), শিবশঙ্কর মুখার্জি ('৬৪)।

শতবর্ষে উদ্‌যাপনে ২৪,০০,০০০ টাকা পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেলেও আমাদের প্রয়োজনের পরিমাণ অন্তত আরও ৭৬,০০,০০০ টাকা, যা আপনাদের সকলের অনুদান ছাড়া অসম্ভব। এই শতবর্ষ উদ্‌যাপনকে সার্থক ও স্মরণীয় করে তুলতে তাই আমরা আপনাদের সহৃদয় সাহায্যের প্রতীক্ষায় রইলাম।

আসন্ন শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য আপনার অনুদান

Account : "JBI ALUMNI CENTINARY FUND"
A/c No. 0366010168397
IFSC : U2BIO EKD 171
United Bank of India
4A, Ekdalia Place

চেক Alumni Association Office-এ এসে জমা দিতে পারেন। তাহলে acknowledge করার সুবিধা হবে। সরাসরি টাকা transfer-এর ক্ষেত্রে A/c no. ব্যবহার করা যেতে পারে। দরকারে 9830579230 বা jbi.centenary.2013@gmail.com যোগাযোগ করতে পারেন।

এই সংখ্যাটি সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় (রাজা '৮৫)-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

পুরনো সেই দিনগুলি

অধীর চন্দ্র পাল (শিক্ষক)

আমি ছোটবেলা থেকেই একটু ভবঘুরে। ছুটি ছাটা পেলেই এদিক ওদিক বেড়িয়ে পরতাম। আমার এক খ্রীষ্টান বন্ধু ছিল, তাকে বললাম, "আমার অর্থের দরকার, একটা চাকুরি করে দে।" তক্ষণি সে বলল, "কালই চল। বাসন্তীতে St. Xavier's School এর একটা শাখা আছে, ওখানে পাদ্রী সাহেব একজন শিক্ষক চান।" আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম। পরের দিনই তার সঙ্গে চলে গেলাম বাসন্তীতে। দেখলাম গ্রাম্য পরিবেশে একটি সাজানো গোছানো সুন্দর স্কুল। মনোরম পরিবেশে অনেকটা জায়গা নিয়ে স্কুল, খেলার মাঠ এবং দুটো বড় পুকুর। শহর থেকে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বেশ ৩/ ৪ বছর মহা আনন্দে কাটালাম। তারপর হেডমাস্টার বললেন St. Xavier's College -এ গিয়ে B.T. পড়তে। তা হলে হেডমাস্টার হওয়া যাবে এবং বেতনও বাড়বে। আমি একটু ভয় ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু কয়েকজন ফাদার খুব উৎসাহ দিলেন এবং তারা বললেন যে তারা সাহায্য করতে প্রস্তুত।

তারপর এলাম কলকাতার St. Xavier's College-এ B.T. পড়তে। এ যেন আমার কাছে এক স্বর্গরাজ্য। হেডমাস্টারের চিঠি দেখে বি.টি বিভাগর উপাধ্যক্ষ আমাকে ভর্তি করে নিলেন এবং বেকবাগানে College এর হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। B.T ক্লাশ শুরু হয়ে গেল। তখন Fr. Hogbin ছিলেন B.T. বিভাগের উপাধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত লোক এবং মানুষ হিসাবে অতুলনীয়। আমি একটু সহজ সরল মানুষ ও ধুতি পাঞ্জাবী পড়তাম বলে উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। নিজের ঘরে যেতে বলতেন পড়াশুনায় সাহায্য নেবার জন্য। এখানে অনেক ফাদারদের সঙ্গে পরিচয় হল। এদের অনেকের নাম আমি ভুলে গেছি। Fr. Gomes বলে একজন পাদ্রী আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। অদ্ভুত ধরণের লোক ছিলেন তিনি। বেঁটেখাটো মানুষ আর সব সময় কর্মব্যস্ত। এদের দেখে অনেক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। যথাসময়ে B.T. পরীক্ষা হল, result বেরোল এবং আমি ভালভাবে পাশ করলাম।

ইতিমধ্যে জগদ্বন্ধু স্কুল ইংরেজি শিক্ষক চেয়ে বিজ্ঞাপন দিল। আমি দরখাস্ত করলাম। আমি চলে যাব শুনে হেড স্যার খুব রাগ করলেন। আমি কলকাতায় এসে Fr. Hogbin এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে সৎ বুদ্ধি দিলেন। তিনি আমায় বললেন বৃহৎ জায়গায় কাজ করলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। তিনি আমার স্কুলের হেডমাস্টারকে ও জগদ্বন্ধু স্কুলের প্রেসিডেন্টকে আলাদা করে চিঠি দিলেন। আমার স্কুলের হেডমাস্টারমশায় চিঠিটি পড়ে চুপ করে গেলেন। ইন্টারভিউ-এর দিন এল এবং আমি আমার সার্টিফিকেট ও Fr. Hogbin-এর লেখা চিঠিখানা নিয়ে জগদ্বন্ধু স্কুলে এসে হাজির হলাম। মাননীয় বিচারপতি শ্রী রমাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন স্কুলের সভাপতি। তাঁকে চিঠিখানা দেওয়ামাত্র তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন এবং আমাকে বললেন, "তোমাকেই চাকরী দেওয়া হবে। শীঘ্রই যোগদান করতে পারবে তো? " আমি তো খুব খুশী।

বাসন্তীর স্কুল ছেড়ে দিয়ে ১৯৬৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জগদ্বন্ধু বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। এ স্কুল বিরাট স্কুল। যেমনি বিশাল বিল্ডিং, তেমনি তার নাম ডাক। স্কুলে ঢুকেই হেডমাস্টারের ঘর। হেডমাস্টার মশায়ের নাম শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। তার পাশে বসা নারায়ণবাবু, দেবেনবাবু ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত। সবাইকে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রফুল্লবাবু নারায়ণবাবুকে বললেন, "এ এক নূতন টিচার, রুটিন করে দেবেন।" শেষে স্টাফরুমে বসলাম। সেখানে পরিচয় হল সর্বশ্রী দ্বিজেন মৈত্র, প্রমথবন্ধু দে, অহিভূষণ দাশগুপ্ত, জ্যোতিভূষণ চাকি প্রমুখের সঙ্গে। তারপর দোতলায় দেখা হল শ্রী রমাপদ পণ্ডিত মশাই, শ্রী প্রবোধকৃষ্ণ মহাপাত্র ও শ্রী মনোতোষ ভৌমিকের সঙ্গে। নারায়ণবাবু ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিয়ে গেলেন এবং পড়াতে বললেন। দেখলাম ছাত্ররা বেশ উজ্জ্বল এবং অনেকেই বড় ঘরের ছেলে। ইংরাজী পড়াতে লাগলাম এবং এরা খুব সুন্দর সাড়া দিল। ঘন্টা বাজার পরে এরা বলল, " স্যার, কাল আবার আসবেন।" পর পর ক্লাশ, একটার পর টিফিনের ছুটি। ছোট্ট এক ঘরে শ্রী হরিসাধন ঘোষ, জ্যোতিভূষণ চাকি, অহিভূষণ দাশগুপ্ত, দেবেন সমাদ্দার চা খাচ্ছেন এবং জ্যোতিবাবু আমাকে ডাকলেন। পরে হেডমাস্টারও সেখানে এলেন। তাঁরা নানা উপদেশ দিলেন এবং মন দিয়ে কাজ করতে বললেন।

আগে ছিলেন সুনীলবাবু, সমীরবাবু ও সুধাবাবু, কাজলবাবু, বৈদ্যনাথ বাবু সবাই উৎসাহী ও গুণী লোক।

উজ্জ্বল তারকারা তখন সবাই বয়স্ক, তাই আমার উপর চাপ বেশী পড়ল। আমি হাসিমুখে কাজ করতে লাগলাম। ছেলেরা আমায় খুব ভালবাসত এবং কর্তৃপক্ষও আমার কাজে খুশি।

তখন এ স্কুলে ভর্তি হওয়া বেশ কষ্টকর ছিল। বালিগঞ্জের আশপাশ অঞ্চল এবং কসবার বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলেরাই এখানে পড়ত। ছাত্রদের ব্যবহার খুব ভাল এবং পড়াশুনায় তারা খুব উৎসাহী। ক্লাশ করতে খুব ভাল লাগত। মাঝে মাঝে হেয়ার স্কুল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়ে আসা হত। এদের মধ্যে অতুল বাবু ও বিনয়বাবু খুব স্মরণীয়। বিনয়বাবু ছিলেন পণ্ডিত ও গুণী লোক কিন্তু ওঁর কানে শোনার যন্ত্র ছিল বলে ছেলেরা খুব বিরক্ত করত।

আমাদের বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কারিগরি চারটি বিভাগই ছিল। অষ্টম শ্রেণী কদর থেকে বাছাই হয়ে যেত এবং যে যার পছন্দমত বিষয় পড়তে পারত বলে ছাত্ররা পড়াশুনায় বেশ মনোযোগী ছিল।

এখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক অধ্যাপক পড়াতে আসতেন এবং তাঁরাও এ স্কুলকে খুব ভালবাসতেন। বিদ্যালয়ে তখন দারুণ ফল। প্রতিবছরই প্রথম দশজনের মধ্যে কেউ না কেউ থাকত। এ সময়টা অনেক ভাল ছিল। অষ্টমশ্রেণীর পর ছেলেরা তিনবছর সময় পেত এবং এতে তারা অনেক কিছু শিখত। এখন পরীক্ষার পর পরীক্ষা এতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেরা ক্লাশ কম পায় এবং প্রকৃত পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়।

কয়েকজন শিক্ষক সম্বন্ধে কিছু না বললে লেখা অসমাপ্ত থাকবে। নারায়ণবাবু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক। সব সময় ফিটফাট্। তিনি প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন এবং ম্যাট্রিক উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। খুব বুদ্ধিমান এবং

সবকিছু মনে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর শরীর কোনকালেই ভাল ছিল না। তিনি ইংরেজির লোক হয়েও বাংলা পড়াতেন এবং বাংলা ব্যাকরণের জন্য জগদ্বিখ্যাত। সুরসিক লোক -- শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধা বুঝতেন। তিনিই ছিলেন অলিখিত সহকারী প্রধান শিক্ষক। হরিসাধন ঘোষ—চেহারা। অকৃতদার ব্যক্তি। খুব সুন্দর আবৃত্তি করতেন। পড়াতেন বাংলা। উদাত্তকণ্ঠে নাটক করে তার পড়ানো অতুলনীয়। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন।

জ্যোতিভূষণ চাকি -- এক অ পূর্ব মানুষ, সর্বতোমুখী প্রতিভা তাঁর। গান, বাজনা , ছবি আঁকা, কাব্য ও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেক ভাষা জানতেন। তাঁর ছিল অনেক ভাইবোন এবং তাঁর পিতা অসুস্থ ছিলেন। সংসার চালাবার জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। তিনি ছিলেন একজন গবেষক। স্কুল থেকে প্রায়ই তিনি জাতীয় গ্রন্থাগার ও নানা সংগ্রহশালায় যেতেন। মাঝে মধ্যে আমায় নিয়ে যেতেন। সবাই তাঁকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। বহুলোক তাঁকে চিনত এবং অনেক লোক আসত তাঁর কাছে নানা বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে। তাঁর কাজের সংসারের চাপ কম থাকলে সমাজকে তিনি অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। শেষ বয়সে তাঁকে বেশ অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে।

দেবেন সমাদ্দার -- এঁকে লৌহ মানব বলা যায়। লোকটি বেঁটেখাটো কিন্তু শক্তিশালী। স্কুলে দোর্দন্ডপ্রতাপ। ছেলেরা ভয়ে কাঁপত। মাঝেমধ্যে ছেলেদের এমন শাস্তি দিতেন, যা দেখে আমাদের ভয় হত। তিনি পড়াতেন ইংরাজি ও অঙ্ক। অঙ্কেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। তখনকার দিনে অবসরের সময় উজ্জ্বল তারকাদের পক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরে বার্ধক্যে তিনি কাতর হয়ে পরেন। তিনি সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসতেন এবং খেতে ও খাওয়াতেও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল।

প্রফুল্ল ঘোষ -- স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ছিমছাম মানুষটি, খুব বুদ্ধিমান, তিনি বিদেশেও গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ভাগ্নে ও ভাগ্নীর সংসার এবং তারাও ছিল অসুস্থ। তাই স্কুলে আসতেন একটু দেরীতে। নারায়ণবাবু ও দেবেনবাবুই সব সামলাতেন। তিনি ছিলেন ভূগোলের শিক্ষক কিন্তু আমি তাঁকে ক্লাশ নিতে দেখিনি। তিনি আমার দেশের ফরিদপুর জেলার লোক ছিলেন, তাই আমাকে খুব ভালবাসতেন।

অহিভূষণ দাশগুপ্ত -- সুপুরুষ ছিলেন। এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। অকৃতদার ও মেজাজী লোক। তিনি ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। সবাই তাঁকে সমীহ করে চলত।

প্রবোধ দাশ মহাপাত্র -- সদাহাস্যময় সুপুরুষ। হাতে সব সময় ব্যাগ। বহু লোকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল।

মনতোষ ভৌমিক -- খুব খামখেয়ালি লোক। শুনেছি তিনি তিন বিষয়ে এম. এ এবং ডক্টরেট। ইতিহাসের শিক্ষক, অনেক কিছু জানতেন। খেলা খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই স্কুল থেকে মাঠে চলে যেতেন। একটু রগচটা, তাই সবাই তাঁকে রাগাতে সাহস করত না। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসতেন।

এ স্কুলে বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুণী শিক্ষক ছিলেন ও আছেন। এঁদের আমি আর আলাদা করে নাম করতে চাই না।

পরবর্তী সময়ে উজ্জ্বল তারকারা আস্তে আস্তে গত হলেন। নকশাল হামলা আমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। রাজনৈতিক ডামাডোল, অন্তর্কলহ, নানান কারণে বিদ্যালয়ের নানা ক্ষতি হল। ফলে আর ভাল ছেলেরা এ স্কুলে আসতে চাইছিল না। ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি লোকেদের ঝোঁক বেড়ে গেল।

সমাজের অবক্ষয় হলে সব জায়গাতেই তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আগে টিচারদের বেতন কম ছিল কিন্তু অনেক নীরব ও আন্তরিক কর্মী ছিলেন। এ কথা বলতেই হয় কিছু শিক্ষকের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুলের পঠন পাঠন ভেঙ্গে পড়েনি এবং স্কুলের ফল মোটামুটি ভালই হয়েছে।

শ্রী শক্তিপদ চক্রবর্তী স্কুলের হেডমাষ্টার হলেন। তিনি স্কুলের পরিবেশের খানিকটা উন্নতি করলেন। তিনি একদল শিক্ষক নিয়ে স্কুল ভালই চালাতেন। কিন্তু হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা এত সহজ নয়।

শুনেছি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সম্পাদক হয়েছেন। একজন স্থায়ী হেডমাস্টার হয়েছেন। অতএব প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টায় এ স্কুল আবার কলকাতায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এখন যেমন অনেক কলেজ থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সীকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, সে রকম জগদ্বন্ধু নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা নিতে পারে এবং স্বতন্ত্র স্কুলের মর্যাদা পেতে পারে।

১) স্কুলকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা।
২) বাণিজ্য বিভাগের উপরে ফুলের বাগান তৈরী করা।
৩) বিদ্যালয়ে গান, বাজনা, আবৃত্তি ও নাটকের ব্যবস্থা করা।
৪) একটু দেখে শুনে ছাত্র ভর্তি করা।
৫) বিদ্যালয়ে Quiz ও Debating এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৬) শিক্ষকদের আর একটু সংবেদনশীল হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলা।
৭) স্কুলের পরিবেশ ভাল হলেই, পড়াশুনার উন্নতি হবে এবং তা হলেই ভাল ভাল ছেলেরা আসবে।

পরিশেষে বলতে চাই, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জন্য ঝোঁক আস্তে আস্তে কমছে কারণ এদের বেতন ক্রমশই আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে। তাছাড়া অখ্যাত ইংরেজি মাধ্যমের ছেলেরা পরবর্তী জীবনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হিসাব রক্ষক, বৈজ্ঞানিক হিসাবে তেমন খ্যাতিলাভ করতে পারছে না। অতএব আগের নামকরা স্কুলগুলো যদি তাদের জড়তা কাটিয়ে একটু নুতনত্ব দেখাতে পারে, তবে বাংলা স্কুলের ভবিষ্যৎ খারাপ নয়। ইংরাজির চাহিদা যখন ক্রমশঃ বাড়ছে তখন আমরা কেন আর একটু তৎপর হতে পারি না। আমাদের স্কুলের ছেলেদের ইংরাজিতে কথাবার্তা শেখানো একান্ত দরকার। বড় বড় স্কুলে একটা section ইংরাজি মাধ্যমে পড়ানো যেতে পারে।

জগদ্বন্ধুর অতীত গৌরব আজও উজ্জ্বল। এ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে কত কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কত Vice Chancellor, বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। আজও শ্রী চিন্ময় গুহ রবীন্দ্রভারতীর Vice Chancellor হয়ে এ বিদ্যালয়ের গৌরব বাড়িয়েছেন। অতএব প্রাক্তনীরা নানা প্রকার গঠনমূলক অনুষ্ঠান ও কার্যাবলী গ্রহণ করে এ বিদ্যালয়ের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন।

প্রসঙ্গ : তরঙ্গ বাতায়ন

WEBSITE

www.jagadbandhualumni.com

গত বছর পুনর্মিলন উৎসব ২০১১'র উদ্বোধনসন্ধ্যায় আমরা আমাদের বহু প্রত্যাশিত Website টি সমগ্র জগৎ-বন্ধুর উদ্দেশে উন্মুক্ত করেছিলাম। তাও এক বছরের বেশি সময় ধরে জগদ্বন্ধুর বার্তা বিতরণে ব্যাপৃত আছে। শতবর্ষের বিদ্যায়তনে কমপিউটার আমরা সবাই সঙ্গী করে নিতে পারিনি। হাল আমলের ছেলেদের কাছে কমপিউটারকে বন্ধুর থেকেও বন্ধুতম আবার পুরোনোদের কাছে তার বিড়ম্বনার অন্ত নেই। কিন্তু যে কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, যা আজকের দিনের অন্ধের যষ্ঠির মতো জ্ঞানের অফুরান ভাণ্ডার, যেন আলাদিনের জিন, যা অনবরত খবর জোগাতেই থাকে। অ্যালমনির ওয়েবসাইটও ঠিক তাই নানান তথ্যে ভরপুর প্রায় একশো বছরের ছাত্রদের তালিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদের নামের তালিকা এ যাবৎ প্রধান শিক্ষকদের নাম, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ইতস্তত সঞ্চারীর পৃষ্ঠা, স্কুলের প্রথম ছাত্রের অভিজ্ঞতা, জগদ্বন্ধুর কৃতী প্রয়াত ছাত্রের প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শোকবার্তা, নানান ছড়ানো-ছিটানো বিদ্যালয়ভবনের ছবি—আরও কত কিছু যা আমাদের স্মৃতির সরণী বেয়ে নিয়ে যায় আমাদের সকালের জগদ্বন্ধু বিস্তীর্ণ মাঠে আর মণিকোঠায় আপনার এই Websiteটি খুলুন অনুজদের হাত ধরে। দেখবেন ভালোলাগা সেখানে হাবুডুবু খাচ্ছে। তথ্যভাণ্ডারে কিছু অসংগতি নেই এমনটা না-ও হতে পারে, তবুও দেখুন তথ্যের অপলাপ থাক বা না থাক আপনার মতামত তৎক্ষণাৎ আমাদের দপ্তরে অর্থাৎ jbi.alumni.1914@gmail.comএ email করে জানান। এ ব্যাপারে website-এর Feedback ক্লিক ক'রেও জানাতে পারেন। তাই www.jagadbandhualumni.com-এ log on করতে দ্বিধা বা দেরি করবেন না। আর অন্যকে Websiteটা দেখতে বলবেন। শতবর্ষের আগেই স্কুল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে *Website*-ই একমাত্র আপনার অজানাকে জানার আবর্তে নিয়ে যেতে পারে। পরিচিতদের ফেসবুকের মাধ্যমে কাছে পেতেও Websiteথেকে যেতে পারেন। *FB (Facebook) www.facebook.com/jbialumni* তে আমরা অনেকজনই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

বৈশাখী বৈঠক

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় গত ২৯ এপ্রিল, সন্ধ্যায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৈশাখী বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ইদানিং ক্রিকেট খেলা থাকায় বিভিন্ন সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে জনসমাগম খুবই কম হচ্ছে।

অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই বৈশাখী বৈঠকেও প্রাক্তনীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো কম ছিল।

উমা সরকার ও অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় কিন্তু পরিশীলিত কণ্ঠের, সুরের মূর্চ্ছনায় সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন।

উমা সরকার প্রথম সংগীতের পাঠ নিয়েছিলেন তাঁর পিতা নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। পরে তিনি চিন্ময় লাহিড়ীর ছাত্রী বাসন্তী লাহিড়ীর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন। বর্তমানে তিনি পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর ছাত্রী। শ্রীমতী সরকার বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করেন, তার মধ্যে রাগাশ্রয়ী গানও ছিল। প্রাক্তনীরা উমা সরকারের গান খুবই উপভোগ করেন।

তাঁর সঙ্গে তবলায় যথাযথ সঙ্গত করেন নবীন এক প্রাক্তনী শুভজিৎ ভট্টাচার্য। শুভজিৎ পণ্ডিত সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তবলার তালিম নিচ্ছে। আমরা এই দুই নবীন শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

দ্বিতীয় পর্বে অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। ১৯৫৮ সালের প্রাক্তনী, মিহির চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় 'গীতপ্রভা' উপাধি পেয়েছিলেন। অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের গানও প্রাক্তনীদের আনন্দ দেয়।

গিরীশের তালশাঁস সন্দেশ, কুচো নিমকি আর চা পানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মধুর সমাপ্তি ঘটে। একটাই অনুরোধ প্রাক্তনীরা রবিবার সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করুন।

খেয়া উপসমিতি

প্রধান : দীপাঞ্জন বসু ('৬৪)
যুগ্ম প্রধান : দেবদত্ত সিংহ ('৬৯)
যুগ্ম প্রধান : সুকমল ঘোষ ('৬৯)
মুদ্রণ : পীযূষ চট্টোপাধ্যায় ('৪২)
যুগ্ম আহ্বায়ক : অঙ্কন মিত্র (২০০২)
হরিশ সাধুখাঁ (২০০৯)
সংযোগকারী : সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.